amberIT News Letter

March 2026 ● Vol 01 ● Issue 03 P-1

স্মার্ট অবকাঠামো ও ফাইবার ব্যাংক

ফাইবার ব্যাংক একটি প্রযুক্তিগত উদ্যোগ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার দূরদর্শী মডেল।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

স্মার্ট হোম, ডিজিটাল জীবন

সময় বদলেছে, বদলেছে জীবনযাপনের ধরনও। এখন ঘরের প্রতিটি মুহূর্ত জড়িয়ে আছে ইন্টারনেটের সঙ্গে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

থাকছে না মেসেঞ্জারের আলাদা ওয়েব

মেটা বলেছে, আগামী এপ্রিল মাস থেকে মেসেঞ্জারের স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

নতুন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম স্বপন

নতুন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রী হয়েছেন ফকির মাহবুব আনাম স্বপন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সকালে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন। একইদিন বিকেলে মন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করেন। দফতর বণ্টনকালে তিনি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে ফকির মাহবুব আনাম ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৩২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়।

মন্ত্রী হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে প্রধান নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, সরকারের লক্ষ্য হলো প্রযুক্তিগত সুবিধা গ্রাম-উপজেলাগুলো পর্যন্ত পৌঁছানো এবং ডিজিটাল সেবাগুলোকে সাধারণ নাগরিকদের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাত বর্তমানে দেশের ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ, সাইবার নিরাপত্তা জোরদার এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নতুন মন্ত্রীর সামনে এসব খাতে নীতিগত ও বাস্তবায়ন পর্যায়ের নানা চ্যালেঞ্জ থাকছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

ব্রডব্যান্ডের বিকল্প নেই, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিতে জোর এপ্রিলে ‘ব্রডব্যান্ড এক্সপো’

দেশে আগামী মাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ব্রডব্যান্ড এক্সপো। আগামী ২-৪ এপ্রিল রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী চলবে। প্রদর্শনীর আয়োজক দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি। প্রদর্শনীতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি, সেবা এবং বিভিন্ন আইএসপির অফার প্রদর্শন করা হবে। এক্সপোতে থাকবে একাধিক সেমিনার ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের শুরু থেকেই মোবাইল ইন্টারনেটের প্রাধান্য বেশি। তবে টেলিমেডিসিন, ই-এডুকেশন, নজরদারি কিংবা ঘরোয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মতো সেবায় নির্ভরযোগ্য সংযোগ নিশ্চিত করতে ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের কোনও বিকল্প নেই বলে মনে করেন দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবির সভাপতি আমিনুল হাকিম। তিনি বলেন, উচ্চগতির ও স্থিতিশীল সংযোগ ছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইওটি এবং বহুসেবা নির্ভর ডিজিটাল জীবনযাপন টেকসই করা কঠিন। এ প্রেক্ষাপটে আগামী ২, ৩ ও ৪ এপ্রিল আয়োজন করা হচ্ছে ‘ব্রডব্যান্ড এক্সপো-২০২৬’। তিনি মনে করেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ গঠনে ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের প্রসার বাড়াতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ব্রডব্যান্ড এক্সপো আয়োজকরা জানান, দেশে ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের প্রসার (পেনিট্রেশন) এখনও প্রত্যাশিত নয়। অথচ ঘরোয়া নিরাপত্তা, স্মার্ট ডিভাইস ব্যবস্থাপনা, আইওটি-নির্ভর সেবা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সমাধান ব্যবহারে নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রয়োজন। মহামারির সময়ও দেখা গেছে, দূরশিক্ষা ও দূরচিকিৎসায় স্থিতিশীল সংযোগের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রদর্শনীতে জাতীয় পর্যায়ের ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নেবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা স্টল বরাদ্দ থাকবে, যেখানে তারা এলাকাভিত্তিক সেবা ও প্যাকেজ তুলে ধরতে পারবেন। নতুন প্রযুক্তি, সেবা ও প্যাকেজ উন্মোচনের মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকেরাও উপকৃত হবেন বলে আশা আয়োজকদের।

BROADBAND EXPO 2026
LINKING PEOPLE • LINKING FUTURE
ORGANISED BY
ISPAB

আয়োজকদের মতে, ইন্টারনেট খাত একটি জ্ঞানভিত্তিক শিল্প। তাই এক্সপোকে কেন্দ্র করে জ্ঞান বিনিময়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন দিনের কর্মসূচির মধ্যে প্রথম দিন উদ্বোধন, দ্বিতীয় দিন দুটি সেমিনার এবং শেষ দিন সমাপনী আয়োজন থাকবে।

সেমিনারে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, প্রযুক্তি সরবরাহকারী ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেবেন। সেখানে ফিক্সড ব্রডব্যান্ড শিল্পের ভবিষ্যৎ, নীতিগত চ্যালেঞ্জ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হবে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, এ আয়োজন শিল্পসংশ্লিষ্ট সবার জন্য একটি কার্যকর নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

amberIT IoT SecureCam
MAXIMIZED SECURITY ENSURED WITH AI CAMERA
● 4.0 Megapixel 4.0MP Video Resolution
● Night Vision IR Range up to 8 meters
● Remote Access via Mobile App
● Intelligent Alerts & Motion Detection
● Alexa and Google Home Compatibility
09611 123 123 iot.amberit.com.bd

amberIT
News Letter
March 2026 ● Vol 01 ● Issue 03 P-2

স্মার্ট অবকাঠামো ও ফাইবার ব্যাংক

বাংলাদেশে ডিজিটাল অগ্রযাত্রার সবচেয়ে বড় অবকাঠামোগত ভিত্তি হলো অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক। অথচ বিস্ময়কর বাস্তবতা হলো- হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে গড়ে ওঠা এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের একটি বড় অংশ আজও অব্যবহৃত, পড়ে আছে। এই অপচয় বন্ধ করতে এবং বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে ধারণাটি সামনে এসেছে, তা হলো 'ফাইবার ব্যাংক'। এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত উদ্যোগ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী মডেল।

ফাইবার ব্যাংক মূলত একটি সফট কনসোর্টিয়ামভিত্তিক কাঠামো, যেখানে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার অধীনে থাকা অব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক একত্রিত করে প্রয়োজনে স্থান ও দূরত্বের ভিত্তিতে ব্যবহারযোগ্য করা হবে। এখানে নতুন করে ফাইবার বসানোই মুখ্য নয়; বরং আগে থেকে থাকা অতিরিক্ত ফাইবারকে 'ব্যালেন্স' হিসেবে মজুদ রেখে প্রয়োজনের সময় তা কাজে লাগানোই মূল দর্শন। ঠিক যেমন ব্যাংকে টাকা জমা থাকে এবং প্রয়োজন হলে উত্তোলন করা যায়, তেমনি ফাইবার ব্যাংকে ফাইবার সংরক্ষিত থাকবে এবং চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহার করা যাবে।

এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ব্যয় সাশ্রয় ও সময় সাশ্রয়। দেশে বারবার রাস্তা কেটে নতুন ক্যাবল বসানোর প্রয়োজন কমবে। এতে যেমন সরকারি অর্থের অপচয় রোধ হবে, তেমনি নাগরিক ভোগান্তিও হ্রাস পাবে। একই সঙ্গে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক দ্রুত বিস্তৃত হবে। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে। ডিজিটাল সেবা, ই-গভর্ন্যান্স, টেলিমেডিসিন ও অনলাইন শিক্ষার মতো উদ্যোগগুলো বাস্তব রূপ পাবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফাইবার ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা আরও গভীর। বর্তমানে অন্তত চারটি সরকারি সংস্থার অধীনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার বড় অংশ কার্যত অব্যবহৃত। বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষেত্রে রেল ট্র্যাকের বাইরে ফাইবার ব্যবহারে দীর্ঘদিনের বিধিনিষেধ থাকায় তাদের নেটওয়ার্ক প্রায় অচল অবস্থায় পড়ে আছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের সঙ্গে যুক্ত ফাইবার ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার কারণে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানির ফাইবারও বেশিরভাগ সময় অলস পড়ে থাকে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহু কোরবিশিষ্ট ফাইবারের মাত্র অল্প কয়েকটি কোর ব্যবহার হচ্ছে, বাকিগুলো অব্যবহৃত। একইভাবে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানির (বিটিসিএল) ন্যাশনওয়াইড ফাইবার নেটওয়ার্কের একটি বড় অংশ এখনও সক্রিয় ব্যবহারের বাইরে।

এই অব্যবহৃত ফাইবার শুধু অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় নয়, প্রযুক্তিগত দিক থেকেও ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণভাবে অপটিক্যাল ফাইবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সক্রিয় না হলে তা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অর্থাৎ, আজ যে সম্পদ অব্যবহৃত পড়ে আছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তা কার্যত মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। এতে রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

ফাইবার ব্যাংকের কার্যপ্রণালী এখানে একটি যুগান্তকারী সমাধান দিতে পারে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অব্যবহৃত ফাইবার নেটওয়ার্কগুলোকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনা হবে। আধুনিক সফটওয়্যার ও তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রাহকের অবস্থান অনুযায়ী নিকটতম ফাইবার শনাক্ত করা হবে এবং দ্রুত সংযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। রেলওয়ে, বিদ্যুৎ গ্রিড, কম্পিউটার কাউন্সিল ও টেলিযোগাযোগ কোম্পানির ফাইবার এই কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। ভাড়াভিত্তিক ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যায্য রাজস্ব পাবে, আবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ভাগাভাগি হবে। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই এই উদ্যোগের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়। দেশে বর্তমানে প্রায় ৭৮ হাজার ৪০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার প্রায় ৪০ শতাংশ অব্যবহৃত। টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানির প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার ফাইবারের বড় অংশ ভূগর্ভস্থ। কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) নেটওয়ার্ক ইতোমধ্যে হাজারো ইউনিয়নে পৌঁছেছে, তবে এখনও অনেক অংশ সম্প্রসারণাধীন। বিদ্যুৎ গ্রিড ও রেলওয়ের ফাইবার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। এই অব্যবহৃত সম্পদগুলো একত্রে কাজে লাগানো গেলে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছানো কোনও কষ্টকল্পনার বিষয় থাকবে না।

বর্তমান বাস্তবতায় দেশের অধিকাংশ মোবাইল টাওয়ার এখনও ফাইবার সংযোগের বাইরে এবং প্রায় সব ঘরবাড়িই সরাসরি ফাইবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফাইবার ব্যাংক এই চিত্র বদলে দিতে পারে। সব টাওয়ার ফাইবার সংযোগে এলে মোবাইল নেটওয়ার্কের মান ও গতি বহুগুণে বাড়বে। কম খরচে নতুন প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি বিস্তার সম্ভব হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে গিগাবিটস গতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনও বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হয়ে উঠবে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও ফাইবার ব্যাংক একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। ধারণা করা হচ্ছে, অব্যবহৃত ফাইবার ভাড়ার মাধ্যমে বছরে কয়েক শত কোটি টাকার রাজস্ব আয় সম্ভব। যৌথ রক্ষণাবেক্ষণের ফলে ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে কমবে। বেসরকারি অপারেটরদের ব্যান্ডউইথ খরচ কমে আসবে, যার সুফল শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকই পাবে। ইন্টারনেট সেবার দাম কমবে, মানও বাড়বে।

amberIT
News Letter

March 2026 ● Vol 01 ● Issue 03 P-3

ব্র্যাক হেলথ কেয়ার ও আম্বার আইটির মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা চুক্তি

আম্বার আইটি লিমিটেডের কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিতে ব্র্যাক হেলথকেয়ার লিমিটেডের (বিএইচএল) সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মহাখালীতে ব্র্যাক হেলথকেয়ারের প্রধান কার্যালয়ে এই চুক্তি সই হয়।

চুক্তির আওতায় আম্বার আইটির কর্মীরা ব্র্যাক হেলথকেয়ারের বিভিন্ন বহির্বিভাগীয় সেবায় বিশেষ করপোরেট সুবিধা পাবেন। এরমধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শসহ অন্যান্য আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মূলত কর্মীদের সুস্বাস্থ্য ও সহজলভ্য চিকিৎসা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটি।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্র্যাক হেলথকেয়ারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এজিএম (অপারেশনস) এস কে আহাসুনুর রহমান, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পার্টনারশিপ বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার মো. রোকনুজ্জামান এবং মার্কেট আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের ডিএম এ কে এম মঈনুদ্দিন শাহ।

আম্বার আইটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন বিভাগের ম্যানেজার আব্দুর রকিব, সহকারী ম্যানেজার প্রসাদ রায় এবং সহকারী অফিসার মঞ্জুলা তারিণী আমিন।

১৯৯৭ সাল থেকে ইন্টারনেট ও ডেটা কানেক্টিভিটি সেবা দিয়ে আসা আম্বার আইটি বর্তমানে দেশজুড়ে ফাইবার অপটিক ইন্টারনেট, আইপি টেলিফোন ও সিকিউরড হোস্টিং সেবা প্রদান করছে।

অন্যদিকে, ব্র্যাক হেলথকেয়ার বর্তমানে ঢাকার উত্তরা, মিরপুর, সিদ্ধেশ্বরী ও বাড্ডায় তাদের সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, প্যাথলজি, ডেন্টাল ও ফিজিওথেরাপিসহ বিভিন্ন আধুনিক চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছে।

স্মার্ট হোমে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, ডিজিটাল জীবনে আস্থার নাম আম্বার আইটি

সময় বদলেছে, বদলেছে জীবনযাপনের ধরনও। এখন ঘরের প্রতিটি মুহূর্ত জড়িয়ে আছে ইন্টারনেটের সঙ্গে। অফিসের কাজ, অনলাইন ক্লাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনোদন কিংবা প্রিয়জনদের সঙ্গে যোগাযোগ- সবকিছুর কেন্দ্রেই রয়েছে দ্রুত ও স্থিতিশীল সংযোগ। তাই শুধু ইন্টারনেট থাকলেই চলে না, প্রয়োজন এমন এক নির্ভরযোগ্য সেবা, যা নিশ্চিত করবে নিরবচ্ছিন্ন গতি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা।

দেশের শীর্ষস্থানীয় ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি লিমিটেড গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে স্মার্ট হোমভিত্তিক আধুনিক সংযোগ সুবিধা। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, শক্তিশালী নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও দক্ষ প্রযুক্তি দলের সমন্বয়ে তারা নিশ্চিত করছে সুখ ও বিঘ্নহীন ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা। স্মার্ট হোমে স্মার্ট সংযোগ বর্তমানে একটি বাসায় একাধিক স্মার্ট টিভি, নিরাপত্তা ক্যামেরা, বিভিন্ন স্মার্ট যন্ত্র ও একাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয় স্থিতিশীল সংযোগের। আম্বার আইটি জানায়, তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক একাধিক যন্ত্র একসঙ্গে ব্যবহার হলেও গতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। দিনভর নিরবচ্ছিন্ন অনলাইন অভিজ্ঞতা সকালের অনলাইন বৈঠক থেকে রাতে মুভি দেখা- দিনের প্রতিটি সময়েই গ্রাহকেরা পাচ্ছেন সুখ সংযোগ। বাসা থেকে কাজ, অনলাইন প্রশিক্ষণ, বড় আকারের নথিআদান-প্রদান কিংবা অনলাইন ব্যবসা-সবকিছুনির্বিঘ্নে পরিচালনার উপযোগী সেবা দেওয়ার কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক অনলাইন ক্লাস, ভিডিও পাঠ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে এখন শিক্ষার্থীদের নির্ভর করতে হয় ইন্টারনেটের ওপর। বাফারিং বা সংযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে যেন শেখার গতি ব্যাহত না হয়, সে লক্ষ্যেই স্থিতিশীল সেবা নিশ্চিত করার কথা বলছে অ্যাম্বার আইটি। কম বিভ্রাট, দ্রুত সহায়তা প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে বিভ্রাটের হার কম থাকে। পাশাপাশি যেকোনও প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত রয়েছে দক্ষ সাপোর্ট টিম। ব্যক্তিগত ব্যবহার, পারিবারিক প্রয়োজন কিংবা অফিসের কাজ— সব ধরনের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন গতির প্যাকেজ বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ডিজিটাল জীবনকে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করতে আগ্রহীরা নিবন্ধন করতে পারেন: https://www.amberit.com.bd/home-internet-online

হটলাইন:০৯৬১১৯৩৩৯৩৩।

হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৯৫৮০৩৬১৭২

amberIT News Letter

March 2026 ● Vol 01 ● Issue 03 P-4

আম্বার আইটির নতুন পপ

আম্বার আইটি লিমিটেড ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে দেশের বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়নে নতুন পয়েন্ট অব প্রেজেন্স (পপ) স্থাপন করেছে। গ্রাহকদের দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে এই অবকাঠামো সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গত মাসে একাধিক জায়গায় নতুন পপ চালু করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকেরা উন্নত মানের ব্রডব্যান্ড সংযোগ ও স্থিতিশীল নেটওয়ার্ক সুবিধা পাচ্ছেন। বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেবার মানোন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে নতুন পপ স্থাপন করা হবে। প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রাহকসেবার মান উন্নত করাই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

ফেব্রুয়ারি মাসে যেসব জায়গায় পপ স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো-

উপজেলা: বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)।

ইউনিয়ন: হরিশংকরপুর (ঝিনাইদহ সদর), একাটুনা (মৌলভীবাজার সদর), তরফপুর (মির্জাপুর), লালোর (সিংড়া)

জানুয়ারি মাস:

উপজেলা: বন্দর (নারায়ণগঞ্জ), চিতলমারী (বাগেরহাট), লালমোহন (ভোলা), জাউয়া বাজার

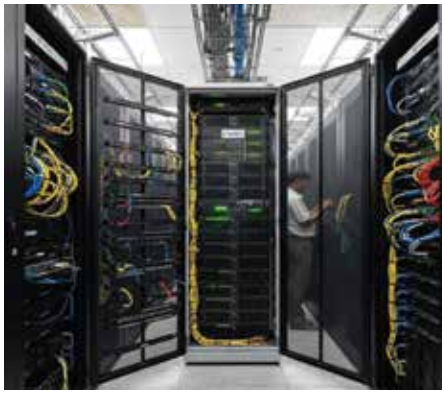

(ছাতক), পাগলা (গফরগাঁও), বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ি)।

ইউনিয়ন: ধারা ও ধুরাইল (হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ), দরবস্ত (গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা), দন্ডপাল (দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়), ভাবিচা (নিয়ামতপুর, নওগাঁ) এবং ওয়ালিয়া (লালপুর, নাটোর)।

মেটা বন্ধ করছে মেসেঞ্জারের আলাদা ওয়েবসাইট

মেটা ঘোষণা করেছে, আগামী এপ্রিল মাস থেকে মেসেঞ্জারের স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা আর সরাসরি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে মেসেজ আদান-প্রদান করতে পারবেন না। প্রতিষ্ঠানটির হেল্প পেজে জানানো হয়েছে, এপ্রিল ২০২৬-এর পর ওই ওয়েবসাইটে যাওয়ার চেষ্টা করলে ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেসবুকের বার্তা অংশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকেই কম্পিউটারে চ্যাট চালিয়ে যাওয়া যাবে। মোবাইল অ্যাপ অবশ্য অপরিবর্তিত থাকবে এবং সেখানে বার্তা পাঠানো-গ্রহণ করা যাবে।

মেটার মতে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ অধিকাংশ ব্যবহারকারী এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মেসেঞ্জার ব্যবহার করেন। ওয়েব সংস্করণের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। ফলে মেটা এই সম্পদগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন ও মোবাইল-প্রধান অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে ব্যবহার করতে চায়।

এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে মেটা উইন্ডোজ ও ম্যাকের জন্য মেসেঞ্জারের আলাদা ডেস্কটপ অ্যাপও বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন ওয়েবসাইট বন্ধের মাধ্যমে কোম্পানি মেসেজ সেবাকে ফেসবুকের মূল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে আরও একীভূত করার দিকে এগোচ্ছে।

যারা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছাড়া শুধু ওই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মেসেঞ্জার ব্যবহার করতেন, তাদের জন্য ওয়েবে মেসেজ আদান-প্রদানের সুবিধা আর থাকবে না- তাদের মোবাইল অ্যাপে চলে যেতে হবে। মেটা ব্যবহারকারীদের অ্যাপে অভ্যস্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, যাতে আরও সুবিধাজনক ও উন্নত অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। এই পরিবর্তন অনেক কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে প্রভাবিত করবে, যারা ওয়েবে সহজে চ্যাট করতে অভ্যস্ত।